তারিখ 31 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

দৈনিক
জনকণ্ঠ

১২৩ পদে প্রার্থী ২২৪

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্বাচন কাল

বিভাষ বাড়ৈ ॥ সরকারী কর্মকর্তাদের সর্ববৃহৎ পেশাজীবী সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্বাচন বুধবার। দেশের ২২০ ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০টায় শুরু হয়ে নির্বাচন চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। দেশের তিন শতাধিক সরকারী কলেজ, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট দফতরে কর্মরত প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এদিকে দেশজুড়ে নির্বাচনকে ঘিরে জমে উঠেছে শিক্ষক রাজনীতি। যেখানে লড়ছে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের 'ক' প্যানেল আর বিএনপি জামায়াত-সমর্থক 'খ' প্যানেল। এছাড়া একজন সভাপতিসহ স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন তিনজন।

জানা গেছে, বিসিএস শিক্ষা সমিতির এবারের নির্বাচনে সভাপতি ও মহাসচিবসহ ১২৩ পদের জন্য লড়বেন ২২৪ প্রার্থী। নির্বাচনে আগের মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দেয়ায় এবার সরকার সমর্থক প্যানেলের অবস্থান অনেক ভাল বলে বলছেন শিক্ষকরা। গত নির্বাচনে মতবিরোধে দুটি প্যানেল হওয়ায় মহাসচিব ছাড়া ভাল কোন পদেই জয়ী হতে পারেননি সরকার সমর্থকরা। তবে এবার সকলে এক হয়ে একটি প্যানেল দেয়ায় অবস্থান অনেক ভাল বলে দাবি করছেন সরকার সমর্থক শিক্ষকরা। তবে সরকার সমর্থকদের জনপ্রিয় শিক্ষক নেতা গত কমিটির মহাসচিব মোঃ আই কে সলিমুল্লাহ খোন্দকার এবার পদবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন সভাপতি পদে। তার এ নির্বাচনের প্রতি রাজধানীর অধিকাংশ বড় কলেজের শিক্ষকদের সমর্থনও স্পষ্ট। যদিও সরকার সমর্থকরা একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে চষে বেড়াচ্ছেন সারাদেশে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ফলে সারাদেশেই জমে উঠেছে শিক্ষক রাজনীতি। বসে নেই বিএনপি-জামায়াত সমর্থক প্যানেলের নেতৃবৃন্দ। সরকার সমর্থকদের তুলনায় তাদের অবস্থান খারাপ নয় বলেই মনে করছেন এ প্যানেলের নেতারা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিএনপি-জামায়াত প্যানেলের ভোটাররা সব সময়েই নিজেদের মতবিরোধ ভুলে নির্বাচনের সময় এক হয়ে কাজ করেন। বিসিএস শিক্ষা সমিতির নির্বাচনে সব সময়েই তারা শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছেন। অবশ্য সরকার সমর্থক সাধারণ শিক্ষকরা এর জন্য নিজেদের অনৈক্যকেই দায়ী করছেন। দায়ী করছেন প্রগতিশীল শিক্ষকদের বঞ্চনার ঘটনাকে। এবারের প্রার্থী নির্বাচনেও অনেক যোগ্য প্রগতিশীল শিক্ষক নেতাকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে হতাশা আছে শিক্ষকদের মাঝে। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে এবার বিজয়ের অপেক্ষা করছেন সরকার সমর্থক নেতারা। এ প্যানেলের অন্যতম নেতা যুগ্ম মহাসচিব প্রার্থী মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ বলছিলেন, সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক। আমাদের প্যানেল এবার জয়ী হবে আমরা শতভাগ আশাবাদী। তিনি বলেন, আমরা ১২৩ পদেই প্রার্থী দিয়েছি। কিন্তু তারা (বিএনপি-জামায়াত) ৯৮ পদে প্রার্থী দিতে পেরেছে। ফলে বাকি পদে আমাদের প্রার্থীরা এমনিতেই জয়ী হয়ে আসছে।

আগের সমিতিতে বিএনপি-জামায়াতপন্থীদের অবস্থানের কারণে শিক্ষকদের জন্য পে স্কেলসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভাল কোন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন ২৪ তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ফোরামের সাবেক সভাপতি মোঃ এনামুল হক। তিনি বলছিলেন, আগের নেতারা আমাদের অধিকার আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এবার 'ক' প্যানেল জয়ী হয়ে আসলে আমাদের অধিকার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারব বলে আমরা মনে করি।

এবার সরকার সমর্থক 'ক' প্যানেল হচ্ছে মাসুম-শাহেদ প্যানেল। যেখানে সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন ইডেন কলেজের অধ্যাপক মোঃ মাসুমে রব্বানী খান। মহাসচিব পদে আছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব মোঃ শাহেদুল খবীর চৌধুরী। অন্যদিকে বিএনপি জামায়াতপন্থী প্যানেলে (নেছওয়ার-রাব্বী) সভাপতি প্রার্থী অধ্যাপক ড. নেছওয়ার হোসেন ও মহাসচিব এইচএম ফজলে রাব্বী। সমিতি জানিয়েছে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে চার সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন অধ্যাপক আবদুস সামাদ। কমিশনাররা সুন্দর একটি নির্বাচনের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানালেন।